Sanatan Dharma

ভগবান সক্রিয় কখন হয়?

এই তিনটে পুরুষই আমাদের ভিতরে থাকে।

1.অক্ষর পুরুষ (পরমাত্মা) (আমাদের অন্তরে থাকে)
2.ক্ষর পুরুষ (জীবাত্মা) (আমাদের অন্তরে থাকে)
3.পাপ পুরুষ / অপস্মার (মায়া শক্তি)--অস্পমারকে পাপ পুরুষ বলা হয়--(আমাদের ভিতরে থাকে)।

অক্ষর পুরুষ (পরমাত্মা) / ভগবান দিব্যতার প্রতীক এবং অস্পমার(পাপ পুরুষ) অসুরতার প্রতীক।

যতদিন না আমাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর এবং ৩০টি বিষয় অস্পমার(পাপ পুরুষ) পরিত্যাগ না করছে, ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি পাপমুক্ত নয়। ততক্ষন দেহশুদ্ধি হয় না এবং সেই জীবকে শুদ্ধ জীব বলা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃত দেহশুদ্ধি, এই স্থূল শরীরের ওপর সাবান জল দিয়ে স্নান করলেই হয়না, যতক্ষণ না প্রকৃত অন্তরের শুদ্ধি হচ্ছে, অর্থাৎ যতদিন না এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং ৩০টি বিষয় থেকে পূর্ণ রূপে বেরিয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি প্রকৃত রূপে শুদ্ধ হওয়া যায়না।

ভগবান সর্ব জীবের ভেতরে থেকে দুটি ভূমিকা পালন করেন:- □ প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে দ্রষ্টার কাজ করেন এবং □ কর্মফলদাতার কাজ করেন।
কিন্তু অস্পমার(পাপ পুরুষ) প্রতিটি মিলি সেকেন্ডে তার আসুরিক শক্তি ও নিম্নগামীতা পালন করে এই ৩০টি বিষয়ের উপর দক্ষতা প্রদান করতে থাকে। এটি অস্পমারের(পাপ পুরুষ) ভূমিকা এবং এই ভূমিকা অস্পমার(পাপ পুরুষ) সর্ব জীবের মধ্যে সর্বদা পালন করে চলে। অর্থাৎ অস্পমার(পাপ পুরুষ) প্রতি মুহূর্তে তার কার্যকারিতা এই ৩০ টি বিষয়ের মাধ্যমে করে, জীবকে সর্বদা সর্ব দিক থেকে পশুত্বের বা অসুরত্বের দিকে নিয়ে যায় এবং প্রকৃত সত্যকে জানতে দেয়না।

যখন এই আসুরিক শক্তিকে দমন করে অন্তরে প্রবেশ করে জীবাত্মা, পরমাত্মার দর্শন করে এবং প্রকৃত ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবান্ তাকে গ্রহন করেন, রক্ষা করেন। সেই মুহূর্ত থেকেই ভগবান সর্বদিক থেকে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি মিলি সেকেন্ডে সেই ভক্তের ওপর তার কার্যকারিতা পালন করেন। এটিই ভগবানের তৃতীয় ভূমিকা। ততক্ষন অবধি ভগবান সক্রিয় হয় না।
অর্থাৎ পরমাত্ম জ্ঞান বা পূর্ণ ভক্তিত্ব লাভ না হলে ভগবানের তৃতীয় ভূমিকা শুরু হয়না। পূর্ণ ভক্তিত্ব লাভ না হওয়া অবধি ভগবান সর্বজীবের অন্তরে থেকে দ্রষ্টার ভুমিকা পালন করেন এবং কর্মফলদাতার ভূমিকা পালন করেন।

Published on: Jan, 19 2023 16:41